মিলন পূর্ণিমা।

জুপিটারে অভিনীত।

প্রথম অভিনয় রজনী

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ সাল।

প্রকাশক—

শ্রীশঙ্কর লাল বসাক,

২৭ নং ফকির চক্রবর্ত্তীর লেন, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে,

ওরিয়েণ্ট্যাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস,

১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ।৵ আনা।

উৎসর্গ।

এই ক্ষুদ্র

নাটিকা খানি মাসিমাতা ঠাকুরাণীর

শ্রীচরণে অর্পিত হইল।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্খী—

গ্রন্থকার।

মিলন পূর্ণিমা।

অভিনেতাগণ।

স্বত্বাধিকারী—	মৌঃ মহম্মদ আবদুল আজিম।
অধ্যক্ষ—	শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিঙ্কর গুহ।
সহঃ অধ্যক্ষ—	" " বিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।
প্রযোজক ও নৃত্য শিক্ষক—	" " ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
সঙ্গীত শিক্ষক ও হারমনিয়ম বাদক—	" " তুলসীচরণ ঘোষ।
বংশীবাদক—	" " শরৎচন্দ্র দাস।
তবলাবাদক—	" " জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য।
রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ—	" " জলধর ভট্টাচার্য্য।
সহঃ রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ—	" " কেশবচন্দ্র ঘোষ।
স্মারক—	" " শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়।
আলোক সম্পাতকারী—	" " সুধাংশুকুমার ঘোষ।
বেশকারী—	" " রামচন্দ্র দাস।
ঐ সহকারী—	" " ফেলারাম দাস।
হেমেন—	" " সত্যেন্দ্রনাথ কুণ্ডু।
সুধীর—	" " জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য।
অজিত—	" " চৈতন্যগোপাল রায়।
ভজা—	" " গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
সোনা—	" " বিশ্বেশ্বর গুপ্ত।

অভিনেত্রীগণ।

হেমেনের স্ত্রী—	শ্রীমতী সুশীলাবালা দাসী।
মীরা—	„ কিশোরীবালা দাসী (আপেল)।
রেণুকা—	„ রেনুবালা দাসী।
পুষ্প—	„ আঙ্গুরবালা দাসী।
খেঁদু—	„ ফিরোজবালা দাসী (নেনী)।

রঙ্গিনীগণ—কিশোরীবালা, রেণুবালা, পটলবালা, সরসীবালা, তারকবালা, লক্ষ্মীমণি, আঙ্গুরবালা, উমাশশী।

কুশীলবগণ

পুরুষগণ

হেমেনবাবু—	জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি।
সুধীর—	ঐ পুত্র [জমীদার]
অজিত—	জনৈক গৃহস্থের পুত্র।
মালি ইত্যাদি	[ওরফে ভজা]
সোনা—	সুধীরের ভৃত্য।

স্ত্রীগণ

মেনকা—	হেমেনবাবুর স্ত্রী।
মীরা—	ঐ কন্যা।
রেণুকা—	মীরার বাল্য সহচরী।
পুষ্প—	জনৈক বনিতা [সুধীরের রক্ষিতা]।
মালিনী—	[ওরফে খেঁদু]।

রঙ্গিনীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

আজি এ শুভদিনে মলয় পবনে ভেসে আসে প্রেম ভরা গান।
প্রণয়ী পরশে, অজানা হরষে, মধুর সরসে ভাসিছে পরাণ॥
চন্দন কুসুম ফুলহার গন্ধে বয়ে যায় তৃষার তুফান,
হৃদয়ে হৃদয়ে অমৃত তরঙ্গ সোহাগে কর বঁধূ পান।
লাজ ভরা হৃদিখানি তোমার আপন জানি
হৃদে ধরে রাখ মান।
সরম ভরম বাঁধ আর যে বাঁধিতে নারি
হিয়ায় হিয়ায় বাড়ে টান॥

মিলন পূর্ণিমা

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ

[অজিত]

অজিত। এত সুন্দর মানুষ হয়! ধারণা ছিল না, যেমন রূপ তেমনি গুণ। কি মধুর সেই স্নেহ সুললিত কণ্ঠস্বর যেন কর্ণ কুহরে মধুবর্ষণ করে, ধন্য ধন্য মীরা সার্থক তোমার জীবন, সার্থক তোমার সঙ্গীত শিক্ষা। কি কুক্ষণে মীরা তোমার সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল। মীরা, মীরা এত সুন্দরী তুমি, তোমা বিহনে আর কতদিন এ রকম উন্মত্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াব।

[সুধীরের প্রবেশ]

সুধীর। কিহে অজিত কার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কোনও প্রেমিকার ভাবে বিভোর হ'য়েছ না কি? দেখো যেন কুহকিনীর ভাবে বিভোর হ'য়ো না। প্রেমিকাটী কে ভাই?

অজিত। কি যে পাগলের মত বকিস্!

সুধীর। আমি পাগল, কথাটা ঠিক, কিন্তু তুমি' দেখছি জ্ঞানের জাহাজ হ'য়ে প্রেমিকার প্রেম সাগরে ভেসে যাচ্ছ। কি "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" যে তা হবারই কথা বটে—একে

B. A. Classএর Student তায় আবার হাল ফ্যাসানের
নব্য ভব্য সভ্য যুবক, দেখলে কার না মন মোহিত হয়।

অজিত। দেখ্ সুধীর তুই বড় আজকাল ফাজিল্ হ'য়েছিস্, চল্ একটু clubএ ঘুরে আসি।

সুধীর। তা যাচ্ছি—কিন্তু ভাই নামটি কি শুনতে পাই না।

অজিত। শুনে কি লাভ?

সুধীর। লাভ নয়ই বা কোন্ খানটা বিশেষ তোমার প্রেমিকার নাম শোনা' ভাগ্যের কথা।

অজিত। এর জন্য এত আগ্রহ।

সুধীর। আমাদের কি জান শুনেই সুখ—কেন না আমরা প্রেম কি জিনিষ তা জানি না। আমরা কেবল কুহকিনীর কুহক প্রেমে উন্মত্ত—কেন জান—সেটা আমাদের মজ্জাগত গুণ। যা'ক্ সে কথা, অজিত তা হ'লে শুন্‌তে পাব না!

অজিত। কি বল্‌ব সুধীর—একা মীরা আমাকে পাগল ক'রে দিয়েছে, কি বিশ্ব-বিমোহিনী সেই মূর্ত্তি।

সুধীর। [জনান্তিকে] মীরা—ও বুঝেছি second yearএ পড়ে। সে দিন তো এরই পিতা আমাদের বাড়ীতে সম্বন্ধ ক'রতে এসে ছিলেন—হ্যাঁ—বিশ্ব-বিমোহিনী মূর্ত্তি বটে। তাই মনে সে রকম স্ফূর্ত্তি নাই, বিশেষ Play nightএর পর থেকে যেন আরও কি রকম হ'য়ে গেছে—নিশ্চয় পূর্ব্বে থেকে প্রেমালাপ চল্‌ছে, এখন বোধ হয় সেটা গাঢ়রূপে পরিণত হয়েছে তাই বিচ্ছেদ আশঙ্কায় প্রাণে ব্যথা পেয়েছে। দেখা যাক্ কতদূর কি হয়।

[প্রকাশ্যে] অজিত! অজিত! কি রকম তুমি বলত? আর প্রাণে সে রকম স্ফূর্ত্তি নাই, চল একটু ক্লাবে ঘুরে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান].

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাটীর প্রাঙ্গন

(হেমেনবাবুর প্রবেশ)

হেমেন। যাক্ এক রকম ঠিক্ ক'রে এসেছি, এখন পাকাপাকি বন্দোবস্ত হ'য়ে গেলেই হয়। আচ্ছা, যদি সুধীরের সঙ্গে না হয়ে অজিতের সঙ্গে মীরার বিবাহ হ'ত তাহ'লে বোধ হয় ভালই হ'ত। তবে একটা কথা সুধীরের পিতার অগাধ পয়সা আর অজিত গৃহস্থের ছেলে—সুধীরও বাপের এক ছেলে,—অজিতও বাপের এক ছেলে—দুজনেই সমান লেখা পড়া জানে, তফাতের মধ্যে ঐ এক!—কিন্তু সুধীরের স্বভাবটা একটু উচ্ছৃঙ্খল বলে মনে হয়। দেখা যাক্ কতদূর কি করতে পারি, একবার মেনকাকে বলে দেখি, যদি না হয়, অগত্যা সুধীরের পিতার সঙ্গেই পাকা কথা ক'য়ে আসা যাবে।

(মেনকার প্রবেশ)

মেনকা। কি গো! মেয়ের বিয়ের কতদূর কি ক'রলে ?

হেমেন। হ্যাঁ! এক রকম কতকটা ঠিক করেছি, তবে এখনও কিছু পাকা পাকি হয়নি।

মেনকা। অ্যাঁ, বলকি এখনও পাকা পাকি হয়নি ? তোমার দ্বারা যদি একটা কাজ হবে।

হেমেন। দেখ মেনকা যে কোন কাজই করনা কেন সেটা ভেবে করাটা ভাল নয় কি ?

মেনকা। এতে ভাববার কি আছে, ঘর বর দুই যখন ভাল তখন আর আপত্তি কিসের, লেখাপড়া জানে বাপের এক ছেলে, পয়সাও আছে।

হেমেন। সব স্বীকার করি, কিন্তু পাত্র তেমন ভাল ব'লে মনে হয় না।

মেনকা। তা হ'লে কি ব'লতে চাও তোমার কথা শুনে এমন সুন্দর পাত্র ছেড়ে দিয়ে সেই ভিখারীর হাতে মেয়েটাকে দেব'। যথেষ্ট হয়েছে, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, আমি নিজেই সব ঠিক করে আস্‌ছি।

(প্রস্থান)

(মীরার প্রবেশ)

মীরা। বাবা! বাবা! একি আপনি এত বিষন্ন কেন? বাবা আপনার শরীরটা কি অসুস্থ বোধ হ'চ্ছে ?

হেমেন। কৈ না কিছু হয়নি তো মা।

মীরা। বাবা আজকে আমাদের Clubএ Swimming Competition হবে এই দিন Invitation Card আর Prize Distributionও হবে আপনার যাওয়া চাই।

হেমেন। আচ্ছা মা আমি যাব এখন।

মীরা। হ্যাঁ যাবেন ভুলবেন না যেন।

(প্রস্থান)

হেমেন। এমন সোণার প্রতিমাকে মেনকা একটা মাতালের হাতে সঁপে দিতে যাচ্চে। এখন বুঝ্‌ছে না, যে, কি ভুল ক'চ্ছে দেখা যা'ক কতদূর কি হয়।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

উদ্যান

মালীনির গীত

কোথা গেল মিন্‌সে আমার আমি সারা হলুম খুঁজে খুঁজে।
হলাম আমি হদ্দ নাকাল মুখ পোড়ার পিরীতে মজে॥
একটি দিন থাকে না ঘরে একা থাকি জ্যান্তে মরে
পথে পথে খুঁজে বেড়াই সরমেতে মরি লাজে,
কোন অভাগী রাখলে ধ'রে থাকবো আমি কেমন ক'রে
তাহার বিরহ আমার বাজ সম প্রাণে বাজে॥

খেঁদু। আসুক আজ হতচ্ছাড়া মিনসে, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব।

(ভজার প্রবেশ)

ভজা। কিরে খাঁদু এখানে কি করছিস্। একটা নূতন খপর শুনেছিস্, দাদা বাবুর পরশু পাকা দেখা—সোণার মুখে শুনে এলুম।

খেঁদু। ও মুখ পোড়া মিন্‌সে সেই জন্মে বুঝি বাড়ীর ত্রিসীমানায় থাকা হয় না। দাঁড়া আজ দাদা বাবু আসুক।

ভজা। আহা খেঁদু রাগ করিস কেন বল্‌ত—যদি তোর ঐ খাঁদা নাকে নোলক না ঝোলাই তা হ'লে আমার নাম বদলে দিস্—কি হাঁসি আর ধরে না যে—আচ্ছা আমি তোকে এত ভালবাসি, তুই কিন্তু আমাকে আদ'পে ভালবাসিস্ না কেন বল ত'।

গীত

ভজা ও খেঁদু।

খেঁদু। (আমি) চাইনা রে তোর ভালবাসা।

ভজা। তোর পিরীতে মজে আমার জমে গেছে
প্রেমের নেশা॥

খেঁদু। দুরহ বেহায়া কালামুখ তুই যে আমার চ'খের বালি
হৃদয় ভরা দুখ।

ভজা। (তোরে) বুকের মাঝে রাখ্‌বো ধরে ছাড়্‌বো না লো
তোর আশা॥

খেঁদু। বটে ! এত ভালবাসা তোর—

ভজা। মাইরি বলছি ; সত্যি কথা আয় করি আদর

উভয়ে। তবে আয় চলে আয় হৃদয় মাঝে ঘুচাই

প্রেমের পিপাসা ॥

(উভয়ের প্রস্থান)

(মাতাল অবস্থায় সুধীর)

সুধীর। অজিতটার জন্যে দেখছি আমাকে পাগল হ'তে হবে, যত বলি ও ভুল ধারনা মন থেকে মুছে ফেল—ওরা বড়লোক ওদের আদব কায়দাই আলাদা—কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারে না—প্রেমের কি টান বাবা, যাকে পাব'না, তাকেই পেতে হবে।

(উপবেশন)

নাঃ এ মালী—মালিনীকে নিয়ে আর পারলুম না, প্রত্যহ বলি দেখ্ ফুল গাছ গুলোতে জল দিবি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবি, সে কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না—মনে করে যেন নিজেরাই মনিব আর আমি বেটা চাকর, দাঁড়াও আজ দেখাচ্ছি—ভজা, ভজা—বেটা গেল কোথায় খাঁদু—খাঁদু না কেউ নেই, এরা আবার আমার চেয়ে কাপ্তেন—দিন রাত ফুল বাবুটি সেজেই আছে—বলি ভজা—ভজা বেটা গেলি কোথায় ?

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

মীরার পাঠাগার

(মীরা)

গীত

কে বুঝে কোমল প্রাণে বাজে কোথা ব্যথা রাশী।
প্রেমিকার প্রেম বিনা অধরে ধরে কি হাসি॥
তুমি যারে পায়ে ঠেল, সে, যে মোর হৃদি আলো,
ঘটাল জঞ্জাল ভাল পূর্ণিমায়—অমানিশি॥
যার তরে গাঁথি মালা, জুড়াতে জীবন জ্বালা
বিনে সে মোহন কালা, কেমনে বাঁচিবে দাসী।

মীরা। ভালবাসা যে কত জ্বালা যে প্রেমিক সেই বোঝে—এই কোমল হৃদয়ে যে কি অসহ্য জ্বালা তা পিতা মাতা বুঝ্ছেন না। তাঁরা বুঝ্ছেন কেবল অর্থ, তাতে আমার যে অবস্থাই হোক্ না কেন!

(রেণুকার প্রবেশ)

রেণুকা। কি ভাই মীরা, ক'দিন কলেজে যাও নি কেন? কি হ'য়েছে, আর মুখে সে রকম হাঁসি নেই, দিন দিন যেন কি রকম হয়ে গেছিস্—অজিতের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছে বুঝি?

মীরা। তোরা ঐ কেবল জানিস্ অজিত আর অজিত, কেন আমার কি অসুখ বিশুখ কর্তে নেই!

রেণুকা। অসুখ নানান্ রকমের হয়, কারো প্রেমে, কারো কারো রূপে, আর কারও Nature এ—আচ্ছা সত্যি বল্ ত' তুই অজিতকে ভাল বাসিস্ কিনা ?

মীরা। আর কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস্ রেণুকা, সে আশায় বোধ হয় পিতা মাতা আমায় বঞ্চিত করবেন—কিন্তু রেণুকা যাকে প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছি তাকে কি ক'রে ভুলবো ভাই ?

গীত

রেণুকা—

তারে ভোলা হ'ল একি দায়
যে জন হৃদয় থেকে হৃদয় মাতায়
আপনার প্রাণ হাতে ক'রে সঁপেছি তার করে করে
কেমন করে চাই এখন ফিরে
কি ক'রে বা থাক্‌বো ছেড়ে, ভালবাসে সে আমায়॥

মীরা। তুই যদি এমন করিস্, তা হলে বল্ আমি এখান হতে চলে যাই।

রেণুকা। না, না রাগ করিস্ নে, আচ্ছা মীরা কাকা বাবু কাকীমা কি অজিতকে পছন্দ করেন না।

মীরা। না, সে যে অগাধ সম্পত্তির অধিকারী নয়, পিতা মাতা চান্ আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হই।

রেণুকা। তাইতো মীরা—বড় সমস্যার কথা, আচ্ছা আমি একদিন এ বিষয়ে কাকীমাকে বুঝিয়ে বল্‌বো এখন।

(অজিতের প্রবেশ)

ও এই জন্মেই বুঝি College কামাই হয়। আমিও কাল College এ গিয়ে সব Leak-out করে দিচ্ছি— তা হ'লে এখন আসি মীরা, মনের মত লোক এসেছে যত পার সোহাগ কর।

(প্রস্থানোদ্যত)।

অজিত। এরই মধ্যে।

রেণুকা। হ্যাঁ উপস্থিত এখন আসি, সব দিক্ বজায় রেখে চল্‌তে হবে তো, ভয় কি আবার সময়ান্তে দেখা হবে।

অজিত। হ্যাঁ ভুল হয়ে গিয়েছিলো, তিনি আবার এসে ঘর শূন্য দেখ্‌বেন, ক্রটী মার্জ্জনা করবেন।

(রেণুকার প্রস্থান)

মীরা আজ তোমার মুখে হাঁসি নেই কেন? তোমার মুখে হাঁসি না দেখ্‌লে আমার প্রাণটা হাহাকার করে ওঠে।

মীরা। আজ থেকে আজীবন কাল হাহাকারে ডুবতে হবে।

অজিত। উপহাস্ করছ কেন মীরা!

মীরা। উপহাস নয়, সত্য!

অজিত। তবে কি মীরা! মীরা, উঃ তাই যদি তোমার মনে ছিল, তবে এই শূন্য বক্ষে প্রেমের তুফান বইয়েছিলে কেন মীরা!

মীরা। এর কি কোন প্রতিকার নেই!

(আলিঙ্গন বদ্ধ।)

(মেনকার প্রবেশ)

মেনকা। মীরা ! একি ! মীরা, এখন পর্য্যন্ত তুমি অন্ধ আশায় ঘুরছ, তোমাকে ত বহুদিন পূর্ব্বে বলেছি সে আশা বৃথা। তবু তুমি ভুল্‌তে পারনি। তুমি কি মনে কর যে, যে ভিখারী ; সেকি প্রেমের মর্ম্ম বোঝে ? ভুল ধারনা তোমার। হ্যাঁ, দেখ অজিত এখন মীরা বড় হয়েছে, আর কি সে রকম অবাধ মেলা মেশা শোভা পায় ? তোমার ও ত' একটা ভাবা উচিত।

অজিত। অপরাধ মাপ করবেন আমার, তা হ'লে আমি আসি। (প্রস্থান)।

(হেমেনের প্রবেশ)

মেনকা। চলে এস মীরা।

হ্যাঁ দেখ, তুমি আর কিছু আপত্তি ক'রনা পরশু দিন পাকা দেখা, দেখ' যেন কিছু গোলমাল ক'রনা। তুমি বল্‌ছিলে ছেলে খারাপ, দেখো দিকিন্‌ কেমন সোণারচাঁদ জামাই হবে। দেখ্‌তে শুন্‌তে পাঁচ জনের কাছে বলতে, সব দিক দিয়ে ভাল। তুমি নারাজ হচ্ছিলে, অথচ দেখ এক কথায় ঠিক হয়ে গেল।

হেমেন। যতই যাই হোক, শক্তি যখন স্বয়ং গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন কি ঠিক না হ'য়ে যায় ? তবে কিনা ——

(মীরার প্রস্থান)।

মেনকা। এখনও সেই ভুল ধারনা মন থেকে সরাতে পারনি ? আগে বিয়ে হ'য়ে যা'ক্‌, তারপরে ব'লো। খারাপ কি ভাল।

নাও এখন চলো, নিজে হাতে সব কর্ত্তে হবে, এই বেলা থেকে সব বন্দোবস্ত করবে চল।

(সকলের প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য

(সুধীরের বাগান বাটীর সম্মুখ)

ভিখারীর গীত

দুদিন পরে ও আমার মন ফুরিয়ে যাবে ভবের খেলা।
কোথায় রবে ধন যৌবন কোথা রবে সাধের মেলা॥
যে দিন তোমায় শমন এসে, বাঁধবে জোরে চর্ম্ম পাশে
বুঝবে সে দিন মনে মনে, কি নিয়ে করলি খেলা।
কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা কড়ি, কিম্বা সে সুন্দরী নারী;
কেউ যাবে না বিনা তরী, ও তোর ভব পারে যাবার বেলা।
তাই বলিরে অবোধ মন, ত্যজি সংসার কানন
সেই পথেতে নাওনা স্মরণ, ভবনদী পারের ভেলা॥

(প্রস্থান।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(সুধীরের বৈঠকখানা).

সুধীর। কি মূর্খ এই মীরার পিতা মার্তা—সামান্য অর্থের লোভে অমন সোণার প্রতিমাকে আমার মত একটা

মাতালের হাতে সমর্পণ কর্ত্তে যাচ্ছে। কিন্তু বুঝছে না যে এর পরিণাম কি ভীষণ। অমন জ্ঞানী নির্ম্মল চরিত্র যুবক তাকে কিনা অগ্রাহ্য ক'রে একটা লম্পটের পিছু ছুটছে, হারে মূর্খ মানব! তোরা কেবল অর্থই চিনেছিস্, তোরা কি নির্ম্মল প্রেম গুণীর আদর বুঝিস না? ধিক্ তোদের —না আর ভাবতে পারি না যতই ভাবি ততই যেন প্রাণটা কি রকম করতে থাকে—

(মদ্যপান)।

(সোণার প্রবেশ ও পত্র দান)

সোণা। বাবু একটা লোক এসে, আপনাকে খুঁজছিল; কি দরকার জিজ্ঞেস্ করাতে বল্লে, আমি অজিত বাবুর কাছ থেকে এসেছি, তিনি এই পত্র দিয়েছেন সুধীর বাবুকে। এই বলেই আমায় পত্র দিয়ে চলে গেল।

(প্রস্থান)।

তাইতো অজিতটা শেষকালে আত্মঘাতী হবে নাকি—বলা যায় না মন নয়তো মতিভ্রম,—আজকাল অজিতের মনের চঞ্চলতা যে রকম বেড়েছে—সে হিসাবে আত্মঘাতী হওয়া আশ্চর্য্য কিছু নয়। আচ্ছা এও তো মন্দ Policy নয়, এই বেলা একেবারে উধাও হয়ে যাই, তা হলে সব গোলমাল মিটে যাবে। না সে বিশেষ সুবিধে নয় তার চেয়ে অজিত আর মীরার মিলন করে দিয়ে একেবারে উধাও একটা Immortal fame থেকে যাবে। ঠিক্ হয়েছে সব উল্টে দেব'—তবে ছাড়ব, মানুষের অসাধ্য কোনও

কাজ নেই—বন্ধু হয়েছি বন্ধুর জন্য বন্ধুর মত কার্য্য করব। এতো একটা গৌরবের বিষয়, আহা, বেচারী মীরা মীরা ক'রে একেবারে পাগল। ভই যাঃ ফুরিয়ে গেল। সোনা! সোনা!

(সোনার প্রবেশ ও মগু দান)

সোনা। (নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই বাবু।

(পুষ্পের প্রবেশ)

পুষ্প। এই যে মেঘনা চাইতেই জল।

গীত

সাগর ছেঁচিয়া তোমারে হে বঁধু
আজি হৃদি পরে পেয়েছি।
জীবন যৌবন চরণের দাসী
হাঁসি ফাঁসি গলে পরেছি॥
এস বঁধু আজ হৃদয় মন্দিরে,
তুমি যে আমার বিশ্ব উপরে;
যৌবন যুঁথিকা মধুময় করে
তোমা তরে সথা রেখেছি॥

স্থধীর। সরে যাও বিরক্ত করো না। সমস্তই দুনিয়াটাই নির্ম্মম-নিষ্ঠুর, কোমলতা বলে কোন জিনিষ তার মধ্যে নেই, কেবল স্বার্থে পূর্ণ।

পুষ্প। মরণ দশা আর কি সদাই ঝোঁঝিয়ে আছে। এখানে

না পোষায় অন্যত্র পথ দেখ আমিতো তোমায় ধরে রাখিনি ।

সুধীর। কী আমারই বুকে বসে আমারই জিহ্বা উৎপাটন কর্ব্বে ! এত স্পর্দ্ধা ! একদিন নয় দুদিন নয়, পাঁচ বৎসর ধরে বহু অর্থ তোমার ঐ শ্রীচরণে অর্পণ ক'রে এসেছি কিন্তু তার পরিবর্ত্তে কি অর্জ্জন করেছি জান,—মানব সমাজের ঘৃণ্য তীক্ষ্ণ জ্বালা ময়ী দৃষ্টি—যে দৃষ্টি জীবনের পর—পারেও তুষানলের মত ধিকিধিকি জ্বলে উঠে— বুকখানাকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়। সব জানি জ্ঞান পাপীর মত সমস্ত বুঝেও কোন দিকে তাকাইনি— তখন তোমাকে প্রেমের আধার ব'লে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ ক'রেছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি তা নয়, ভুল ক্রমে কাল সাপিনীকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করেছি। কি ভুল করেছি ভেবে দেখ পুষ্প ! তোমার পূর্ব্বকার জীবন আর বর্ত্তমান জীবন। বিদ্যালাভ করেছি, পিতৃকুলে কলঙ্ক লেপন করেছি, বেশ্যার দাস ব'লে মানব সমাজে ঘৃণিত হয়েছি। উন্নতির শীর্ষ স্থান অধিকার করেছি। বাঃ বাঃ যাক্ যা হয়ে গেছে তার উপায় নেই,—দেখ' তোমাকে যা দিয়েছি তাতে তোমার বেশ সুখে কেটে যাবে। এত দিন পাপের নিবিড় জালে আবদ্ধ হয়ে ছিলুম তাই, কিছু বুঝতে পারিনি, এক ভিখারী সেই বন্ধন মুক্ত করে দিয়েছে—প্রণাম চরণে লৈব, আশীর্ব্বাদ করুন যেন ঈপ্সিতের ঈপ্সা পূর্ণ ক'রতে পারি—ভয় নাই, ভয় নাই মীরা—সমস্ত দুনিয়া যদি

তোমার বিপক্ষে দাঁড়ায় আমি একা তার গতিরোধ ক'রব।

(প্রস্থান)।

পুষ্প। মরণ দশা আর কি মিন্‌সের—পুরুষ জাতটাই এই রকম বেইমান্, এখন আর আমাকে ভাল লাগবে কেন? নূতন, জিনিষ পেয়েছ আর কি পুরোন জিনিষ ভাল' লাগে? আচ্ছা আমিও দেখে নেবো সে কত বড় মেয়ে মানুষ।

(প্রস্থান)।

সপ্তম দৃশ্য

(অজিতের প্রবেশ)

অজিত। ভিখারী বলে উপহাস করলে—এত দম্ভ—আর আমি কিনা তারই কন্যার জন্য উন্মত্তের মত ছুটেছি—সেও তো পরে আমাকে অবজ্ঞা করতে পারে না—না তার কি দোষ, সে যে সরলা, অবলা, বালিকা তার তো কোন দোষ নেই। সত্যই তো আমি ভিখারী আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা করাটাই ধৃষ্টতা মাত্র; কিন্তু যখন অর্থ লোলুপ পুত্র তীক্ষ্ণ শানিত ছুরিকা বৃদ্ধ পিতার বক্ষে নিঃসঙ্কোচে, আমূল বিদ্ধ করে, কই অর্থ তার গতি রোধ কর্ত্তে পারে না। শুধু তাই নয়, যখন মানব অর্থ মদিরায়

উন্মত্ত হয়ে ভীষণ পাপের পৈশাচিক আবর্ত্তে নিমজ্জিত হয়ে শেষে যখন জরা ব্যাধি সমাকীর্ণ কঙ্কালসার দেহ খানাকে নিয়ে পথি মধ্যে একটী পয়সা দাও বলে দাঁড়ায় কৈ অর্থ তখন গতিরোধ কর্ত্তে পারে না—আর যে জিনিষ জন মানব হীন সাহারা মরুভূমীর প্রান্তরে মন্দাকিনীর হিল্লোল ছুটিয়ে দেয় তাকে ভুলতে হবে, কেননা আমি অর্থহীন হারে বিধি ভুলতে হবে যাকে প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছি তাকে ভুল্‌তে হবে—মীরা—মীরা তোমায় ভুলতে হবে কিন্তু কি করে কেমন ক'রে ভুলবো ? হাঁ্যা ! যাই কোন দূর দেশে চলে যাই, কিন্তু যেখানেই যাইনা কেন, স্মৃতির বৃশ্চিক দংশন জ্বালা সহ্য করতেই হবে। কিন্তু ভুলতেই হবে, ভুলবো ! ভুলবো ! ভুলবো ! যাই দেখি তারই উপায় করিগে।

(প্রস্থান)।

(মীরার প্রবেশ)

মীরা। অজিত ! অজিত ! একি কোথা অজিত ? তার পত্র পেয়েই আমি ছুটে আস্‌ছি, তবে কি—না তা কখনও হতে পারে না, নিশ্চয়ই সে আমার জন্য অপেক্ষা ক'রছে। দেখি পাশের ঘরে।

(প্রস্থান)।

(সুধীরের প্রবেশ)

সুধীর। অজিত ! মস্ত একটা পাগল, সে পত্রে আমার তার প্রতিদ্বন্দী মনে করেছে। তার দেখা না পেলে তো

তাকে বোঝাতে পাচ্ছিনা যে আমি তোমার "ওসমান" নই প্রকৃত বন্ধু ; তোমার বিবাহের ঘটক। (নেপথ্যে গীত) একি ! মীরা না ? হাঁ ; সেই বটে, আহা সোণার কমল বিষাদ কালিমায় আঁধার ক'রে দিয়েছে। এই দিকেই আসছে, এই সুবর্ণ সুযোগ ! এইবার আমার আশা পূর্ণ হবে, আমি একটু অন্তরালে যাই।

(প্রস্থান)।

(মীরার প্রবেশ)

গীত

মীরা —এসো ফিরে এসো, এসো ফিরে এস সখা
আঁখিনীরে ভাসি তব তরে ।
কোমল পরাণে সহেনা এ দুঃখ,
তোমারি বিহনে জ্বলে যায় বুকে
(সখা) সহেনা সহেনা এ বড় যাতনা, অনল ভীষণ দহিছে আমারে
তোমারি পরশে অনল নিভিবে,
সোহাগ তিমিরে ভাসিব পুলকে
এস এস হে নাথ চির বাঞ্ছিত প্রেমের ভিখারী
দাঁড়ায়ে দুয়ারে ॥

(সুধীরের পুনঃ প্রবেশ)

সুধীর। মীরা—মীরা একলাটি কোথায় চলেছ !

মীরা। একি ! এখানে কি করে এলো, তবে কি আমাকে অনুসরণ করেছে।

সুধীর মীরা !

মীরা—স্পর্শ করো না, মনে করেছে আমাকে একলা পেয়ে তোমার নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবে। কিন্তু পূর্ব্বে থেকে বলে রাখছি সে আশা দুরাশা—

সুধীর। ভুল বুঝেছ মীরা, যদিও মদ্যপায়ী বেশ্যার দাস কিন্তু তবুও অত নীচ নই যে একজনের সুখের মাঝখানে কাল সর্পের মত দাঁড়িয়ে তাতে বাধা দেব। মীরা! মীরা আজ থেকে তুমি আমার দিদি, আমি তোমার ছোট ভাই। (পদধূলি গ্রহণ)।

মীরা। (জনান্তিকে) ছিঃ! ছিঃ আমি কি বল্লুম।
(প্রকাশ্যে) সুধীর ভাই আমায় ক্ষমা কর।

সুধীর। ছিঃ ও সব কথা বল্‌তে নেই, তাতে আমার পাপ হয়।

মীরা। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তোমার মঙ্গল হোক্।

সুধীর। তবে ফিরে চল দিদি।

মীরা। কার আশায় ফিরবো ভাই যখন সে শুনলে যে আমার সঙ্গে তার মিলন অসম্ভব তখ'নি সে আমায় পরিত্যাগ করে চলে গেছে। তাই আমিও আজ সমস্ত পার্থিব সুখ সম্পদ জলাঞ্জলি দিয়ে তারই উদ্দেশ্যে চলেছি, দেখি পাই কিনা!

সুধীর। কি! অজিত চলে গেছে, তাহলে কি সব আশা ব্যর্থ হবে, কখনই নয়, কোথায় যাবে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজবো, কোথায় লুকিয়ে থাক্‌বে, প্রতিজ্ঞা করেছি বোন, যে কোন উপায়ে

হোক্ অজিতকে তোমায় এনে দেবো তাতে যদি জীবন পণ করতে হয় করব'—ফিরে চল দিদি, অন্য কোথাও না যাও, আমার বাটীতে চল, আমি তোমাকে ভগ্নির আদরে রাখবো।

(প্রস্থান)।

অষ্টম দৃশ্য

(বাটীর প্রাঙ্গন)

(হেমেন বাবু, মেনকা, রেণুকা, অজিত, মীরা ও সুধীর)

মেনকা। রেণুকা কি হবে মা, এখন উপায়।

রেণুকা। তাই তো কাকীমা, এখন কোথায় গেল যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

(হেমেন বাবুর প্রবেশ)

মেনকা। হ্যাঁগা, আমার মীরাকে খুঁজে পেয়েছ।

হেমেন। না মেনকা, সমস্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, কোথাও পাইনি, প্রথমেই বলেছিলুম; মেনকা ভুল করেছো তখন বুঝলে না, এখন তার ফল ভোগ কর।

মেনকা। একবার অজিতদের বাড়ী দেখে এস না, যদি সেখানে—

হেমেন। কোথাও বাদ রাখিনি, এমন কি পুলিশ পর্য্যন্ত খবর দিয়েছি এবং প্রতিশ্রুত হয়ে এসেছি যদি এনে দিতে

পারে তা হলে যথেষ্ট পুরস্কার পাওয়া যাবে। এখুনি তারা এসে পড়বে, তখন কি হবে ?

মেনকা। দয়াময়! শেষে তোমার মনে এই ছিল। ওগো ওগো আর একবার তার বন্ধুদের বাড়ীতে খবর নিয়ে এসো যদি সে সেখানে থাকে।

হেমেন। কোন আশা নেই মেনকা কোন আশা নেই, পূর্ব্বজন্মে অনেক পাপ করেছি এইবার তার ফল ভোগ আরম্ভ হয়েছে।

মেনকা। ওগো আর একবার যাওনা, রেণুকা তুই একবার বলনা মা

(হেমেন বাবুর গমনোদ্যোগ)।

(নেপথ্যে) হেমেনবাবু বাড়ী আছেন, হেমেন বাবু বাড়ী আছেন।

হেমেন। মেনকা, এইবার মান ইজ্জত সব গেল।

(অজিত, মীরা, ও সুধীরের প্রবেশ)

সুধীর। এই যে, হেমেন বাবু।

মীরা। মা! মা!

মেনকা। কে মীরা! এসেছিস্ মা! আয় মা বুকে আয় কিন্তু মা বড় দুঃখ যে—

সুধীর। দুঃখ কিসের মা—সবই সময়ের খেলা, আপনার কন্যা, এবং জামাতা উভয়ই পেয়েছেন তাদের আশীর্ব্বাদ করে ঘরে তুলে নিন্।

মেনকা। কে সুধীর, বাবা! তোমার কাছে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাবো!

সুধীর। অপরাধী করবেন না, মা! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জীবনের অবশিষ্ট দিন গুলি এই রকম পরের উপকারের মধ্যে কাটিয়ে দিতে পারি। এই নে বোন! ছোট ছোট ভাইয়ের শেষ স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আমার যা কিছু সব তোকে অর্পণ করলুম আশীর্ব্বাদ কর্ যেন তোর ঐ জলন্ত প্রেমের এক বিন্দুকে জীবনের ধ্রুব তারা ক'রে বিশ্ব-প্রেমিকের চরণ তলে পৌঁছতে পারি, বিদায় দে বোন, আর দ্বিধা করিস্ নে, যদি কোন অপরাধ করে থাকি ছোট ভাই বলে ক্ষমা করিস্। অজিত, দেখিস্ ভাই যেন আমার দিদির কোন কষ্ট না হয়। আসি বোন—

অজিত। সুধীর!

সুধীর। আবার কেন বাধা দিস্ ভাই।

মীরা। সুধীর ভাই!

সুধীর। আশীর্ব্বাদ কর বোন, যেন পরজন্মে সত্যই তোর ছোট ভাই হয়ে জন্মে এই রকম আনন্দ কর্ত্তে পারি। আসি বোন। (প্রস্থান)।

হেমেন। একটা জ্বলন্ত আগুণের মত এলো, আর একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে চলে গেল, এমন মানুষও দুনিয়ায় আছে! ধন্য সুধীর ধন্য, তোমার শিক্ষা ধন্য, ধন্য তোমার মানব জন্ম।

মেনকা। অজিত, এস বাবা। আমার বড় সাধের মীরাকে তোমার হাতে অর্পণ করলুম। আশীর্ব্বাদ করি চির সুখী হও। (উভয়ের প্রণাম করণ)।

যবনিকা।